সংবাদ প্রতিদিন
শুক্রবার ১১ জুন ২০১০

প্লাস্টিক সার্জারি

মডার্ন বা আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারির অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশটি হল কসমেটিক সার্জারি। চুল উঠে গেলে টাক মাথায় চুল লাগানো, শরীরের কোনও অঙ্গ প্রতঙ্গের পরিবর্তন করা, অতিরিক্ত মেদ ঝরানো, মুখের ঢিলে হয়ে যাওয়া চামড়া টান টান করা, অতিরিক্ত মেদ ভুঁড়ি কমানো, পুরুষ থেকে মহিলা বা মহিলা থেকে পুরুষে পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্ভব হয় কসমেটিক সার্জারির মাধ্যমে। যে তিন ধরনের কসমেটিক সার্জারি করার প্রবণতা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তা হল টাকে চুল লাগানো, ল্যাইপোসাকশন (মেদ কমানো) রাইনোপ্লাস্টি (নাকের কসমেটিক সার্জারি)। এই নিয়ে আমাদের প্রতিনিধি বরুণ চক্রবর্তীকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন এস এস কে এম হাসপাতাল-এর কসমেটিক ও প্লাস্টিক সার্জেন ডাঃ অরিন্দম সরকার

টাকে চুল লাগানো : হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি মহিলা এবং পুরুষ উভয় ক্ষেত্রে প্রান্ত বয়স্কদের করাটা সম্ভব। মাথার পিছন থেকে চুলের গোড়া-সহ চামড়ার অংশ নিয়ে নেওয়া হয়। যে অংশটি নেওয়া হল সেইটি ছোট ছোট টুকরোতে ভাগ করা হয়, একে বলে ফলিকিল। প্রতিটি ফলিকিলের মধ্যে এক থেকে চারটি চুলের গোড়া থাকে। টাকের জায়গায় সূক্ষ্ম ছিদ্র করে প্রতিটি চুলের গোড়া বসিয়ে দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ অস্ত্রোপচারটি অজ্ঞান না করে করা হয়। চুল বেরোতে দেড় থেকে তিন মাস সময় লাগে। বেরিয়ে যাওয়ার পর এই চুল স্বাভাবিক চুলের সঙ্গে বড় হয়। মাথা ন্যাড়া করলে আবার চুল বের হয়। শ্যাম্পু করা যায়। পরিচর্যার কোনও বাড়তি খরচ নেই। সার্জারি করতে সময় লাগে তিন থেকে ছয় ঘণ্টা। সার্জারির পর এক ঘণ্টার মধ্যে রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ল্যাইপোসাকশন : রোগা থেকে মোটা করা অথবা অতিরিক্ত ওজন কমানোর পদ্ধতি হচ্ছে ল্যাইপোসাকশন। এর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে মূলত পেট, উরু, নিতম্ব, ব্রেস্ট ইত্যাদি অংশ থেকে ফ্যাট বার করা হয়। ছোট ছোট ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ওষুধ মিশ্রিত স্যালাইন দেওয়া হয় এবং উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন স্যালাইন এবং গলিত ফ্যাট স্যাকশন পদ্ধতিতে বের করা হয়। সার্জারির দাগ দেখা যায় না। এই পদ্ধতির পরে ঢিলে চামড়া আগের জায়গায় ফেরানোর জন্যে ছয় সপ্তাহ থেকে তিন মাস মোজার মত টাইট পোশাক পরতে হয়। যা সাধারণ জামা কাপড়ের নিচে পরা যায়। একবারে রোগীর শরীরের ওজনের দশ শতাংশ পর্যন্ত ফ্যাট বার করা যেতে পারে।

রাইনোপ্লাস্টি : নাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধির অপারেশনকে রাইনোপ্লাস্টি বলা হয়। বসা বা বোঁচা নাক উঁচু করা, নাক টিকোলো করা এবং চওড়া নাক ছোট করা ইত্যাদি এই পদ্ধতির মধ্যে পড়ে। বোঁচা নাক উঁচু করার জন্যে কাঠিলেজ বা তরুণাস্থি নাকের ভিতর থেকে বা বুকের থেকে নেওয়া হয় অথবা কৃত্রিম সিলিকন প্রস্থেসিস দিয়ে করা যেতে পারে। এই সমস্ত অস্ত্রোপচারে নাকের বাইরে কোনও কাটা দাগ থাকে না। রোগী সাত দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে যান।